দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 JUN 1994
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

109

খালি হাতে ফিরবো না শিক্ষকদের মহাঅবস্থানে ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেসরকারী শিক্ষকদের মহা-অবস্থান হতে নেতৃবৃন্দ গতকাল দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা ঘরে ফিরে যাবে না। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। সরকারই শিক্ষকদের পথে নামিয়েছে। 'যারা আমাদের পথে নামিয়েছে, তাদেরও আমরা পথে নামিয়ে ছাড়ব।'

'কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির' আহ্বানে গতকাল সাড়ে দশটায় এই মহা-অবস্থান কর্মসূচী শুরু হয়। অবস্থান মঞ্চ হতে প্রথম দফায় বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় রাত দশটা পর্যন্ত শিক্ষকদের চার দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারকে চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেয়া হলেও গভীর রাত পর্যন্ত সরকারী কোন উদ্যোগের কথা জানা যায়নি। অবস্থান চলছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিরামহীন অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নিচ্ছেন। মঞ্চ হতে সারা দিন নেতারা বক্তৃতা করেন। মাঝে মাঝে

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

খালি হাতে ফিরবো

(প্রথম পাতার পর)

পরিবেশিত হয় উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে ডঃ আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সকাল সাড়ে দশটায় কর্মসূচী শুরু হয়। দুপুরে সভাপতির আসনে আসেন অপর নেতা মোঃ আমানুল্লাহ। সন্ধ্যায় আসেন মোঃ কামরুজ্জামান। দুপুরের দিকে অবস্থান এলাকা ডানদিকে মৎস্য ভবন এবং বামদিকে পল্টন পুলিশ বক্স পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে যায়। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে ক্লান্ত শিক্ষকদের স্রেফ কাগজ বিছিয়ে অথবা চাদর বিছিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। স্ব-স্ব উদ্যোগে আনা চিড়া গুড় খেয়েই অনেকের দিন কাটে। শিক্ষকদের চাহিদায় আশপাশের হোটেলের খাবার নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বিকালের পর অবস্থানস্থল কিছুটা ফাঁকা মনে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অবস্থানস্থলে এসে শিক্ষকদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

চার দফা দাবিতে বেসরকারী শিক্ষকরা এই আন্দোলন করছেন। পঞ্চান্ন দিন ধরে চলছে ধর্মঘট। আন্দোলনের কঠিন পদক্ষেপ হিসাবেই অবস্থান কর্মসূচী পালন শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়া সংক্রান্ত শিক্ষামন্ত্রণালয় ইস্যুকৃত ৯ জুনের প্রেসনোটটি অবস্থান মঞ্চ হতে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

গতকাল সারা দিন অবস্থান মঞ্চ হতে যে সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা নেতা বক্তৃতা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোঃ কামরুজ্জামান, ডঃ আখতারুজ্জামান, মোঃ আমানউল্লাহ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, এসএম হাবিবুর রহমান, একেএম জহিরুল ইসলাম, চৌধুরী মোঃ খুরশেদ আলম, আবদুল মান্নান তালুকদার, আজিজুল হক প্রমুখ।

শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক মোঃ কামরুজ্জামান বলেন, মহা-অবস্থান কর্মসূচীর এই জনস্রোত দেখেও যদি সরকারের বোধোদয় না হয় তাহলে এর চেয়েও বড় কর্মসূচী দিয়ে বোধোদয় ঘটানো হবে। শিক্ষকরা কিছুতেই খালি হাতে ঘরে ফিরবে না। তিনি বলেন, শিক্ষকরা গাড়ি ভাঙতে পারেন না। তাই বলে সৌর্যহীন নন। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং পেশাজীবী সংগঠন আমাদের আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করছে। আমাদের ন্যায্য দাবি আদায় হবেই।

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষকদের ছাড়া পরীক্ষার নামে যে প্রহসন হয়েছে জাতি তা দেখেছে। অতএব দায়-দায়িত্ব সরকারের, আমরা কোন দায়িত্ব নিব না।